https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সীতা: আত্মমর্যাদার অগ্নিশিখা

Tanima Chakrabarty[1]

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা:

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুদীর্ঘ পরম্পরায় **'রামায়ণ'** চিরন্তন মহাকাব্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেবল ধর্মীয় আখ্যান হিসেবেই নয়, বরং নৈতিকতা, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য নির্যাস হিসেবে রামায়ণের ঐতিহ্য আজও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত। সৃষ্টির অপরূপ লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে নারীজাতি নানা সম্পর্ক, পরিচয় ও মর্যাদার স্তরে নিজ সত্তাকে অক্ষুন্ন করে চলেছে বিবিধ সম্পর্কে নামে ও মর্যাদার নিরিখে। **মনুসংহিতা**- তে বলা হয়েছে—

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"[i] (গ. দ্বিবেদী)

অর্থাৎ, যেখানে নারীর সম্মান রক্ষিত হয়, সেখানেই দেবত্বের অধিষ্ঠান ঘটে কিন্তু বাস্তব সমাজচিত্রে প্রায়শই এর বিপরীত রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে নারীকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে সন্দেহ, অবমূল্যায়ন ও সামাজিক বিচারসভায় তাকে অবলুণ্ঠিত করা হয়। এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যেই নারীর চরিত্র এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এই প্রেক্ষাপটে সীতা রামায়ণের শুধু চরিত্রই নন; তিনি ভারতীয় চেতনার এক নীরব অথচ দীপ্ত প্রতীক। রামায়ণ এর কাহিনী যতটা রামকে কেন্দ্র করে, ঠিক ততটাই সীতাকে কেন্দ্র করে মূল্যায়ন করে। তাই প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাঁকে **সতীত্ব**, **সহিষ্ণুতা** ও **আত্মত্যাগের** মূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও, গভীর বিশ্লেষণে তাঁর চরিত্রে আত্মমর্যাদার এক অদম্য দীপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষত রামায়ণ-এ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুনর্নির্মাণে সীতার জীবনের যে কঠিন পর্বগুলি চিত্রিত হয়েছে, সেগুলি কেবল ব্যক্তিগত বেদনার ইতিহাস নয়; বরং সামাজিক নৈতিকতার এক জটিল মূল্যায়ণের প্রতিবিম্ব। বস্তুতঃ রামায়ণকালীন প্রেক্ষাপটে অযোধ্যাবাসীদের সন্দেহ, রাজধর্মের কঠোরতা এবং জনমতের নিদারুণ পরিহাসে সীতার বনগমন পরিত্যাগের করুণ কাহিনি রূপে প্রতিভাত হয় কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'উত্তরসীতাচরিত' মহাকাব্যের প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায়- এটি আত্মসম্মানের এক নীরব প্রতিফলন। তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই দুর্বলতার পরিচায়ক নয়; বরং আত্মমর্যাদাকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার এক দৃঢ় মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্য **উত্তরসীতাচরিত**-এ সীতার এই দিকটি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। এখানে তিনি কেবল ভাগ্যের নিপীড়িতা নন, বরং এক সচেতন **নৈতিক সত্তা**- যিনি ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে বৃহত্তর **ন্যায়বোধ** ও **আত্মসম্মানকে** অগ্রাধিকার দেন। তাঁর নীরবতা পরাজয়ের নীরবতায় প্রোথিত নয়; বরং তা এক অন্তর্লীন অগ্নিশিখা, যা অপমানের অন্ধকারেও নিজের দীপ্তি হারায়

1 PhD Research Scholar, Mahatma Gandhi Central University

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.190-196
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP. 190-196
Received on 25th February, 2026 & Accepted on 27th February, 2026, Published: 28th February, 2026

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

না। অতএব, সীতার চরিত্রকে যদি নতুনভাবে অধ্যয়ন করা যায়, তবে তিনি আর করুণার পাত্র নন; তিনি আত্মমর্যাদার অগ্নিশিখা; যিনি দহন সহ্য করেন, কিন্তু নিজস্ব আলোকচ্ছটা নিভতে দেন না।

এই প্রেক্ষাপটে সীতা রামায়ণের পার্শ্বচরিত্র নন; তিনি **নৈতিক দায়িত্ব** ও **আত্মসম্মানের** এক অনন্য প্রতিমূর্তি। জীবন ও সমাজের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে তিনি নিজের নৈতিক **কর্তব্য** ও **আত্মমর্যাদা**কে সর্বোচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে গীতার ওই মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের অবগত করায়-

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"[1] (প্রভুপাদ)

অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য হলো কর্ম সম্পাদন, যা একান্তই ফলের জন্য নয়। সীতার জীবন ও সিদ্ধান্তই এই নৈতিক নিষ্কাম আদর্শের বাস্তবিক রূপায়ণ। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করা এবং নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা- এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বেদনার প্রতিফলন নয়; বরং নৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক ন্যায়বোধের এক নিখুঁত প্রকাশ। তিনি ফলের আশায় নত হননি, জনমতের কাছে অন্যায়ের আপোষও করেননি। বরং আত্মমর্যাদার অগ্নিশিখা হয়ে তিনি তাঁর দহনসহ্য করার ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন, কিন্তু কখনও নিজের অন্তরের দীপ্তি হারাননি। এভাবে সীতা শুধুমাত্র করুণার প্রতীক নয়; তিনি **নৈতিক সিদ্ধান্তের**, **আত্মসম্মানের** ও **স্থিতপ্রজ্ঞার** এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন, যা আধুনিক সমাজের নারীর জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস।

উত্তরসীতাচরিত- এ সীতার চারিত্রিক মূল্যায়ণঃ

পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় নমনীয় স্বভাবসম্পন্না সীতা, দুর্ভাগ্যবশতঃ অপহৃত হয়ে রাবণের গৃহে অবস্থান করার কারণে সমাজের চোখে ঘোরতর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হন। এই অবস্থায় রাম গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, সতীত্বের এই অবতার সীতা কতোগুলো বছর বনকে গৃহ হিসেবে কাটিয়েছেন, অথচ জনসমাজ তাকে অপবিত্র মনে করে। একদিকে, নৈতিকতার পরিমণ্ডলে সতত বিরাজমান ব্যক্তিসত্তা এবং অন্যদিকে, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া- এই দ্বৈত বাস্তবতা সীতার চারিত্রিক দৃঢ়তা আরও স্পষ্ট করে তোলে।

সামাজের বাস্তবিক পরিস্থিতি যে আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয় না, তা সত্ত্বেও মানুষের হৃদয় যদি তমসাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে বাহ্যিক পরিস্থিতি কখনই সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গত: নগরবাসীরা সীতাকে দোষী মনে করলেও দূতের মুখনিঃসৃত হৃদয়বিদারক বাণী শুনে সভাস্থলীয় ব্যক্তিবর্গ এবং পরিবারের সদস্যরা গভীরভাবে বিব্রত হন। এমন পরিস্থিতিতে, রামও সঙ্গে সঙ্গেই সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কারণ, মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে মানবিকতার মূল্যবোধ যে অপরিসীম তা সঠিকভাবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য সময় এবং মানসিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন। এভাবেই সীতা নিজের অন্তঃকরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন যে, মানুষের উপর যে ক্ষুরধারার মতো কটূক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাতে সত্যিকারের সততা এবং নৈতিক ব্যক্তিসত্তা সহজে দমন করা সম্ভব নয়।

"স্বয়মপি নিজসর্গ বক্তুমীশাং ন চক্রে ভবতি হৃদয়মুখী মানবো হি"[ii] (র. দ্বিবেদী)

হৃদয়বিদারক বাণী মুখ্যত আপাত দৃষ্টিতে অসহনীয় হলেও ব্যক্তির অন্তরাত্মাকে মানবিকভাবে দৃঢ় করে তুলতে পারে। তার এক সুস্পষ্ট প্রতিফলন সীতার চরিত্রের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বনগমন ও আত্মমর্যাদার দৃঢ়ীকরণঃ

সীতার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বেদনাদায়ক স্থিতি নয়; এটি মূলতঃ নৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক ন্যায়বোধের উৎকৃষ্ট প্রতিফলন। তিনি জানতেন, অপমান এবং সন্দেহের আবহে রাজপ্রাসাদে থাকা মানে শুধুই স্বস্তি নয়, বরং নিজের আত্মমর্যাদাকে লুণ্ঠিত করা। তাই, সমাজের নিছক দ্বন্দ্বের বশবর্তী হয়ে সেখানে অবস্থান করা কখনোই তাঁর আত্মসত্তার উন্নীতকরণ রূপে চিত্রিত হবেনা। এজন্য তিনি স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ করেন- এই সিদ্ধান্ত যা প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁর কাছে সর্বাগ্রে অগ্রগণ্য।

উদাহরণস্বরূপ, বনবাসে সীতা শুধুমাত্র নিজের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং আদর্শ ও সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যেই অবস্থান করেছেন। এই দৃঢ়তার মধ্যে কোনও দুর্বলতা বা ভয় নেই; বরং এটি সচেতন **নৈতিকতা**, **আত্মসম্মান** এবং **স্থিতপ্রজ্ঞার**

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। বনবাসের কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি নিজের মানসিক ও নৈতিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, যা দেখায় যে সত্যিকার নৈতিক শক্তি প্রায়শই দমন, বিপদ বা সমাজের প্রতিহিংসার প্রেক্ষাপটেও ধৈর্য ও স্থিতপ্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

গভীর আত্মোপলব্ধিবশতঃ তিনি অনুধাবন করেন, যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের এই কল্যাণসম্পন্ন অক্ষয় রাজ্যে সুখ-শান্তি রূপী জলপ্রবাহ দ্বারা শীতলতা বহনকারী এই পাবনভূমিতে তার মতো এমন নিন্দিত ব্যক্তিসত্তার আর কী এমন প্রয়োজন-

"কিন্তু দেব! যদি সৌখ্যবারিভিঃ শীতমস্তি এব রাজ্যমক্ষয়ম্।
তেন মাদৃশ-বিগীত-বৃত্তিনা জন্তুনা কিমিহ তাপকারিণা"।।[1] (র. দ্বিবেদী)

এই উদ্ধৃতিটি স্পষ্টতঃ এই বার্তা প্রদান করে যে, সীতা নিজের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এবং এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই ব্যক্তিগত বেদনাপ্রসূত নয়, বরং তা নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক ন্যায়বোধের অনন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

বাল্মীকির সীতার চরিত্র ভারতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে শুধুমাত্র নারীদের পতিব্রতা স্ত্রীয়ের ভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্বাহ করতে হতো। সমাজে প্রচলিত আচার বিধি মেনে চলার জন্য প্রত্যাশা করা হতো। সুতরাং, তার চরিত্রটি সে সময়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মাঝে আদর্শবাদী নারীচরিত্র। কেবলমাত্র পতির আজ্ঞাবাহী ও সামাজিক প্রত্যাশা নিবারণের প্রতিনিধিসম।[iii]

জনমতের প্রতি অপেক্ষাহীন মনোভাবঃ

আধুনিক প্রেক্ষাপটে রচিত শীর্ষক মহাকাব্যতে সীতা কখনোই জনমতের ভয়ে নিজের নৈতিক আদর্শ বা সামাজিক দায়িত্বের সাথে আপোষ করেননি। প্রত্যাবর্তনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেননি; বরং নৈতিক কর্তব্য ও আত্মসম্মানকে সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধকে কোনোভাবেই জনস্বার্থ অপেক্ষা ভঙ্গুররূপে রেখাঙ্কিত করেননি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, সীতা শুধুমাত্র নৈতিকতার প্রদর্শক নন, বরং তিনি একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতীক, যিনি সততা, ন্যায়বোধ এবং আত্মসম্মানের প্রতি অটল।

রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী আধুনিক যুগের বাস্তবধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে সীতাদেবীকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ নারীজাতিকে প্রায়শই ভয় ও সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে; তবু সেই ব্যক্তিবর্গের অন্তঃকরণে কখনও ন্যায়বোধ বা বিবেকের আলো প্রজ্বলিত হয় না। মহাকাব্যকার এই দ্বৈত বাস্তবতার মাধ্যমে সকলকে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেন- এই জগতে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে মানুষ যতই বিভিন্ন প্রতিকার অবলম্বন করুক না কেন, বিধির লিখন ও নৈতিক আদর্শকে অবজ্ঞা করা যায় না। একই সঙ্গে, যদি ব্যক্তিবিশেষের অন্তরাত্মায় নির্মলতা ও সততা অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে বিপদ বা বাধা যতই প্রকট হোক না কেন, সে ওই অবস্থার মধ্যেও নিঃসন্দেহে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

"যদ্যপি প্রতিবিধিস্তরপ্যসৌ মানবো ন বিধিলেখমুৎখনেৎ।
চিত্তসাক্ষিকতয়াঽনুবর্ততে শুদ্ধিমেষ যদি নো ন তুষ্যতি"[1] (র. দ্বিবেদী)।।

সীতার অন্তঃকরণের দৃঢ়তা প্রমাণ করে, নৈতিকতা ও আত্মসম্মান কখনো বাহ্যিক প্রতিকূলতা বা জনমতের ভিত্তিতে কমে না; বরং এটি ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্দীপ হিসেবে চিরদীপ্ত থাকে। "Gauri Mahulikar তাঁর "Womanhood in Ramayana" এ বলেছেন, "She was the tower of firm will and Rama could not dissuad her from coming to the forest with her"[iv] (Valmiki Ramayana Voices and Visions).

প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিতে সীতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

ভারতীয় মহাকাব্যিক ধারায় বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ-এ সীতার চরিত্র প্রধানত সতীত্ব, অনুগামিতা ও সহিষ্ণুতার আলোকেই চিত্রিত। সেখানে তিনি আদর্শ পত্নী, যিনি স্বামীর অনুগামী হয়ে বনবাস গ্রহণ করেন, রাবণের অশোকবনে অকল্পনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করেন। এই উপস্থাপনায় সীতার মহিমা তাঁর সহিষ্ণুতায়, আত্মত্যাগে এবং স্বামীভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নীরবতা এখানে এক প্রকার ধর্মনিষ্ঠ সহনশীলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। যা ব্যক্তিগত

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রতিবাদের চেয়ে সামাজিক আদর্শ রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেয়। অন্যদিকে, আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্য উত্তরসীতাচরিত-এ সীতার চরিত্রে এক নব দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়। এখানে তিনি কেবল সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি নন; তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, নৈতিকভাবে স্বনির্ভর এক ব্যক্তিসত্তা। অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সমাজের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার যে প্রক্রিয়া প্রাচীনকাব্যে দেখা যায়, আধুনিক কাব্যে তার রূপান্তর ঘটে আত্মসম্মান-নির্ভর প্রেক্ষাপটে। তিনি আর জনমতের সন্তুষ্টির জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠা নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেন না; বরং নিজের অন্তরের শুদ্ধতাকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রাচীন আখ্যানের কেন্দ্রে রাজধর্ম ও লোকধর্মের প্রতি আনুগত্য মুখ্য হয়ে ওঠে। রামের সিদ্ধান্ত সেখানে রাজধর্মনির্ভর; সীতার ব্যক্তিগত বেদনা বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের অন্তর্গত হয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক পুনর্নির্মাণে ব্যক্তি-সত্তার মর্যাদা অধিক গুরুত্ব পায়। এখানে সীতার বনগমন কেবল রাজধর্মের আনুগত্য নয়, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতার এক গভীর উন্মোচন। তিনি যেন নীরবে প্রতিবাদে লীন হয়ে বলেন, সমাজের বিচার যদি অন্যায়কে প্রোশ্রয় দেওয়ার নিরিখেই হয়, তাহলে তা মেনে নেওয়া কোনো ধর্মনিষ্ঠ প্রতিফলন নয়।

এই দুই চিত্রণের তুলনায় স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীন কাব্যে সীতা যেমন **ধর্মরক্ষিতা**, আর আধুনিক কাব্যে তিনি **ধর্মনির্মাতা**। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি যেমন আদর্শের ধারক; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি আদর্শের মানদণ্ড।

অতএব, সীতার চরিত্র কোনো স্থির প্রতিমা নয়; বরং যুগধর্ম অনুসারে তা নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। প্রাচীন সাহিত্যে তিনি **সহিষ্ণুতার শিখা**, আধুনিক ব্যাখ্যায় তিনি **আত্মমর্যাদার অগ্নিশিখা**। এই রূপান্তরই প্রমাণ করে যে, সীতা কোনো **পৌরাণিক চরিত্র** নন; তিনি এক চলমান **নৈতিক চেতনা**, যিনি যুগে যুগে নতুন অর্থে আত্মপ্রকাশ করেন।

"যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ"[1] (বন্দ্যোপাধ্যায়)।।

অর্থাৎ, শ্রীরামচন্দ্র যদি আমাকে শুদ্ধচারিত্রা জেনেও দুষ্টা বলে মনে করেন, তবে সর্বলোকসাক্ষী অগ্নিদেব সর্বদিক থেকে রক্ষা করুন। রামায়ণের এই পর্যায়ে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, সেখানেও সীতা কোনোভাবেই করুণ বেদনাঘন আর্তিতে মুখর হচ্ছেন না, বরং সেখানেও অগ্নিদেবকে সাক্ষী রেখে নিজ চরিত্রের শুদ্ধতার পরিচয় প্রদান করছেন। নিজ সত্তাকে জানেন বলেই তিনি দেবতাকে সাক্ষী রাখতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন না।

আধুনিক সমাজে সীতার প্রাসঙ্গিকতাঃ

আধুনিক সমাজে নারীর আত্মপরিচয়, মর্যাদাবোধ এবং সামাজিক অবস্থান নিয়ে যে আলোচনার বিস্তার ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে সীতার চরিত্র নব দিগন্তের অনাবিল বার্তা যোগায়। উত্তরসীতাচরিতে সীতা কেবল ভাগ্যবিধাতার নির্যাতিতা নন; তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক নৈতিক সত্তা। এখানে তাঁর বনগমন করুণ পরিণতি নয়, বরং সচেতন সিদ্ধান্ত- যেখানে আত্মসম্মান সামাজিক স্বীকৃতির ঊর্ধ্বে স্থান পায়।

অন্যদিকে, রামচরিতমানসে সীতার চরিত্র প্রধানত ভক্তিধর্মী আদর্শের আলোকে প্রতিষ্ঠিত। কবি তুলসীদাস সীতাকে পতিব্রতা, সহিষ্ণুতার কান্ডারী ও ভক্তিময়ী রূপে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে তাঁর বনবাস বা অগ্নিপরীক্ষা ঈশ্বরলীলার অংশ- মানবিক প্রতিবাদ বা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন সেখানে তুলনামূলকভাবে অনুল্লিখিত। সীতার সহিষ্ণুতা সেখানে ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত; তিনি ব্যক্তিসত্তা হিসেবে নয়, ভক্তির আদর্শ হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

"সুনু দশমুখ খাদ্যোত প্রকাশা
কবহুঁ কি নলিনী করই বিকাসা"[v] (তুলসীদাস)।।

এখানে সীতা রাবণকে 'খদ্যোত' অর্থাৎ জোনাকি বলে তুচ্ছ করছেন। সূর্যের মতো শ্রীরামের তেজ ছাড়া তাঁর হৃদয় প্রস্ফুটিত হবে না- এই উক্তির মধ্যে কেবল পতিব্রতা ভাবই নয়, এক গভীর আত্মমর্যাদাবোধ ও মানসিক দৃঢ়তাও নিহিত। বন্দী অবস্থাতেও তাঁর অন্তরের আলো রুদ্ধ হয়নি; এটাই তাঁর প্রাণবন্ত সত্তার পরিচায়ক।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

উত্তরসীতাচরিতে সীতা আত্মসন্তুষ্টিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। তিনি নিজের শুদ্ধতার প্রমাণ সমাজের কাছে চেয়ে বেড়ান না; বরং অন্তরের সাক্ষীকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু রামচরিতমানসে তাঁর শুদ্ধতা মূলত ভক্তিমূলক আখ্যানের অংশ, যেখানে ঈশ্বর-নির্ভরতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে স্থান পায়।

বর্তমান সমাজে নারী এখনও সন্দেহ, সামাজিক নজরদারি এবং চরিত্র-বিচারের সম্মুখীন হন। এই প্রেক্ষাপটে উত্তরসীতাচরিতের সীতা অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। কারণ, তিনি আত্মসম্মান রক্ষার জন্য কখনও কখনও নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকাই সর্বোচ্চ প্রতিবাদ তা নীরবে উপস্থাপন করে যান। অন্যদিকে, রামচরিতমানস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভক্তি ও সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ।

অতএব, বলা যায়—রামচরিতমানসের সীতা ধর্মানুগত্যের প্রতীক, আর উত্তরসীতাচরিতের সীতা আত্মমর্যাদার প্রতীক। একদিকে ভক্তিধর্মের মহিমা, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার দীপ্তি- এই দ্বৈত রূপ সীতাকে যুগে যুগে নতুন তাৎপর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সীমাবদ্ধতা-

রামায়ণ রচনাকালে যে সামাজিক বাতাবরণ দেখানো হয়েছে, তাতে সীতা যে একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে নারীর স্বাধীনতা সীমিত এবং সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা তার প্রতিটি পদক্ষেপকে প্রভাবিত করত। রামায়ণ ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীতে তিনি প্রায়শই 'ধার্মিক স্ত্রী' এবং 'পতিব্রতা' হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন, যা দেখায় যে সমাজ এবং পুরুষকেন্দ্রিক নিয়ম তাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আটকে রেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, বনবাসের সময় সীতা মূলত রামের আদেশানুসারে প্রস্থান করেন, যা তার নিজস্ব মানসিক ইচ্ছার সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন। একইভাবে, অগ্নিপরীক্ষা বা স্বামীর ও সমাজের প্রত্যাশা পূরণের মতো ঘটনায় স্পষ্ট হয় যে, সামাজিক নিয়ম তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, সীতা প্রাথমিকভাবে সামাজিক কাঠামোর নিদারুণ ঘেড়াটোপে সীমাবদ্ধ।

তবুও, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সীতা সক্রিয়ভাবে নিজের নৈতিকতা, ধৈর্য এবং মানসিক শক্তি প্রমাণ করেছেন। বনবাসে তিনি ঝুঁকি ও দুর্গম পরিবেশের মধ্যেও সচেতন ও বিচক্ষণভাবে আচরণ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে তিনি কোনো উগ্রমনস্ক ব্যক্তিসত্তা নন। অগ্নিপরীক্ষায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ এবং নিজের শুচিতা প্রমাণ করা- এসবই দেখায় যে, তিনি সমাজের বিবিধ নিয়ম মেনে চললেও নিজের নৈতিক ও মানসিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আধুনিক মহাকাব্যকার রেবাপ্রসাদদ্বিবেদী, সীতাকে কেবল সামাজিক নিয়মের প্রতিনিধি হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর নারী হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন।

সমসাময়িক পুনর্নির্মাণে সীতা: তেজস্বিতা, নেতৃত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দীপ্ত প্রতিমাঃ

সমসাময়িক পুনর্বিবেচনার প্রেক্ষাপটে তথা আধুনিকতার ঐতিহ্যবাহী পরিমণ্ডলে মহাকাব্যকার রেবাপ্রসাদদ্বিবেদী উত্তরসীতাচরিতে সীতাদেবীর চরিত্রকে বাস্তবচিত স্বাভাবিক **চিন্তাপরায়ণতা**, **কর্তব্যনিষ্ঠা**, **মমত্ববোধ** ও এছারাও **ন্যায়-নীতি**র অনুপম চালিকাশক্তি হিসাবে যেমন রচনা করেছেন, তেমনি আধুনিক কল্পনায় প্রখ্যাত লেখক Amish Tripathi রচিত **'Sita: The Warrior of Mithila'**[1] (Tripathi) এই রচনাংশে **"Sita as a strong and independent woman who challenges male dominance and makes her own decisions".** এখানে সীতা কেবল পৌরাণিক সতীত্বের মূর্তি নন; তিনি **প্রজ্ঞানিষ্ঠা**, **দূরদর্শী**, **সাহসিনী**, **রাষ্ট্রচিন্তায় পারদর্শী**, **শক্তিশালী**, **স্বাধীনচেতা** এবং **নেতৃত্বপরায়ণা** নারীরূপে সুচিত্রিত। ত্রিপাঠীর উপস্থাপনায় সীতা প্রখর **আত্মমর্যাদাসম্পন্ন**, **সচেতন** এবং **স্বাধীনচেতা নারী**। তিনি নিছক নিয়তির অনুগামী নন; বরং নিজের **কর্ম**, **প্রজ্ঞা** ও **সাহসিকতা**র দ্বারা নিয়তির গতিপথ নির্মাণে সক্রিয়। এখানে নেতৃত্ব জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনো অলৌকিক অধিকার নয়; বরং তা কঠোর সাধনা, নৈতিক দৃঢ়তা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা অর্জিত এক সুমহৎ দায়িত্ব। গুরুকুলে তাঁর শিক্ষাজীবনের চিত্রায়ণ সীতার অন্তর্নিহিত তেজস্বিতা ও অদম্য সাহসের প্রতীক। তিনি কোমলতা ও কঠোরতার এক সুসমন্বিত রূপ- যেখানে করুণা ও দৃঢ়তা, সংযম ও সাহস একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এই উপস্থাপনা আধুনিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরতা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ও নেতৃত্বদক্ষতার প্রসঙ্গকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আজকের বিশ্বে নারী কেবল নৈতিক আদর্শের ধারক নন; তিনি সামাজিক রূপান্তরের প্রণেতা, রাষ্ট্রচিন্তার নির্মাতা, শক্তিশালী ও ন্যায়সংগত নেতৃত্বের পরিচায়ক। সেই প্রেক্ষিতে ত্রিপাঠীর সীতা এক অনুপ্রেরণাময় প্রতীক- যিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিকতার স্বপ্ন নির্মাণ করেন।[vi] (Jha)

এই দুই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সীতার চরিত্রে এক ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়—যেখানে উত্তরসীতাচরিতে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ প্রধান হয়ে ওঠে এবং সমসাময়িক পুনর্নির্মাণে তা রূপ নেয় সক্রিয় নেতৃত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিতে। ফলে সীতা কোনো স্থির পৌরাণিক প্রতিমা নন; বরং যুগে যুগে পরিবর্তিত সামাজিক চেতনার সঙ্গে তিনি নতুন তাৎপর্যে পুনর্নির্মিত হয়ে ওঠেন।

সুতরাং, বলা যায়—যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সীতার বহিরঙ্গ রূপান্তরিত হলেও তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি অপরিবর্তিত। প্রাচীন কাব্যে তিনি সহিষ্ণুতার প্রশান্ত দীপশিখা, উত্তরসীতাচরিতে আত্মমর্যাদার অগ্নিশিখা, আর সমসাময়িক কল্পনায় তিনি তেজোদীপ্ত নেতৃত্বের প্রণেতা। এই রূপান্তরই প্রমাণ করে যে, সীতা কোনো স্থির পৌরাণিক প্রতিমা নন; তিনি চিরবহমান নৈতিক চেতনার এক জীবন্ত, জাগ্রত ও দীপ্ত প্রতিমূর্তি।

উপসংহারঃ

রামায়ণের সুবিস্তৃত রচনা ধারায় সীতার চরিত্র তদানীন্তন সমাজের এক নারী প্রতিমা, যিনি ভারতীয় নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক চিরন্তন প্রতীক। প্রাচীনকাব্যে তাঁর সহিষ্ণুতা, স্বামীভক্তি ও আত্মত্যাগের আদর্শ যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি আধুনিক ব্যাখ্যায় তাঁর চরিত্রে আত্মমর্যাদা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার এক নতুন তাৎপর্য উন্মোচিত হয়েছে। উত্তরসীতাচরিতের আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, সীতা কেবল সামাজিক নিয়মের গণ্ডীতে বেঁচে থাকা কোনো অনুগত নারী নন; তিনি এক সচেতন নৈতিক সত্তা, যিনি অপমান ও সন্দেহের মুখোমুখি হয়েও নিজের আত্মসম্মানকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে জানেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে, নিজ জীবনের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আত্মোপলব্ধির অনুধাবনবশতঃ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোনো দুর্বলতার চিহ্ন নয়; বরং তা এক গভীর আত্মমর্যাদা ও নৈতিক স্থিতপ্রজ্ঞার পূর্ণপ্রকাশ। একইসঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্যিক পুনর্নির্মাণে সীতার চরিত্রে যে তেজস্বিতা, নেতৃত্বদক্ষতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিফলন দেখা যায়, তা প্রমাণ করে যে যুগে যুগে সমাজের পরিবর্তিত মূল্যবোধের সঙ্গে সীতার তাৎপর্যও নতুনভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, সীতা চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক। সহিষ্ণুতা, আত্মমর্যাদা এবং নৈতিক দৃঢ়তার যে সমন্বয় তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তা আজও সমাজের জন্য গভীর অনুপ্রেরণার উৎস। এই কারণেই সীতা যুগে যুগে নতুন ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে মানবসমাজকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে সত্য ও আত্মসম্মানের দীপ্তি কখনও নিভে যায় না; তা প্রতিকূলতার মধ্যেও অগ্নিশিখার মতো জ্বলে থাকে।

যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজিক কাঠামোগত স্থিতি যেমন কিছুটা হলেও রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ নৈতিকানুশাসনের বশবর্তী হয়ে মানুষের চিন্তাধারা, ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের মাঝে ব্যক্তিসত্তায় এক আদর্শনিষ্ঠ ভাবনার মর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে। সুদূর অতীত থেকেই কাব্যপরম্পরায় বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সামাজিক আচার- আচরণ চরিত্র বিশেষের উপস্থাপনার দ্বারা সুন্দরভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক রচনায় সীতার চরিত্র ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপিত হয়েছে, যা সেই সময়ের সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ধারণার প্রতিফলন বহন করে। বাল্মীকি-রামায়ণ-এ সীতা প্রধানত এক আদর্শ ও নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রীর প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রতিভাত হন। পরবর্তীকালে রামচরিতমানস-এ তাঁর চরিত্র আরও ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। অন্যদিকে আধুনিক লেখক অমিশ ত্রিপাঠী তাঁর পুনর্কথনে সীতাকে একজন শক্তিশালী, সাহসী ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন নারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই বিবিধ উপস্থাপনা এই বার্তা প্রদান করে যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সীতার চরিত্রও নতুন অর্থ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সুতরাং, বলা যায় রামায়ণের বিভিন্ন পুনর্কথন কেবলমাত্র প্রাচীন কাহিনির পুনরাবৃত্তি নয়; বরং এগুলি সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি যুগ তার নিজস্ব সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধের আলোকে এই আখ্যানকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এর ফলে সীতার চরিত্র একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিবেচিত হয়েছে এবং তিনি সময় ও সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছেন।

তবে প্রতিনিয়ত এইরূপ বিচিত্র লেখনীর পূর্ণাঙ্গ শৈলীতে সীতার চরিত্র প্রায়ই একজন আদর্শ বা নিখুঁত নারীর প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন রচনায় তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবু সমাজ প্রায়ই তাঁর চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শমূলক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। একইভাবে, সমাজ সীতাকে নিখুঁত নারীত্বের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং এর মাধ্যমে নারীদের জন্যও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। এই আদর্শ নারীর পরিচয় ও ভূমিকার উপর একটি নিয়ন্ত্রিত সামাজিক প্রত্যাশা আরোপ করে। আজকের যুগে নারী যে পিছিয়ে পড়ে শুধু অবমাননা সহন করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেনা, বরং, পরিবেশ পরিস্থিতির নিদারুণ প্রতিকূলতার মাঝেও সে নিজ অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে সক্ষম তা রেবাপ্রসাদদ্বিবেদীর 'উত্তরসীতাচরিত' নামক আধুনিক সংস্কৃত মহাকাব্যটিতে সুস্পষ্ট ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিবেদীমহোদয় প্রণীত এই সীতা মুখ্যত আধুনিকযুগের **'মার্গদর্শিকা'**। তাঁকে শীর্ষক মহাকাব্যে **'রাষ্ট্রদেবী'** এই অভিধায় বিভূষিত করা হয়েছে।

সন্দর্ভগ্রন্থসূচীঃ

Dutta, Amaresh. *The Encyclopaedia of Indian Literature.* Vol. 2. Sahitya Akademi, 1988.

Jha, Pankaj. *Reclaiming the Sita Myth: Amish Tripathi's Radical Rewriting of the Ramayana.* Vol. 39. South Asian, 2018.

Tripathi, Amish. *Sita: The Warrior of Mithila.* Westland, 2017.

"Valmiki Ramayana Voices and Visions." (1949). <https://shorturl.at/rlB9p>..

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ. *শ্রীমদ্ভগবতগীতা যথাযথ.* অনুবাদক শ্রীমদ্ভক্তিচারু স্বামী. শ্যাম রূপ দাস ব্রহ্মচারী, ১৯৯৮.

গিরিজাপ্রসাদ দ্বিবেদী, অনুবাদক *মনুস্মৃতি.* প্রথম. লক্ষ্ণৌ: এম এল ভার্গব, ১৯১৭ঈঃ.

রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী. *উত্তরসীতাচরিত.* সংখ্যা ১. বানারসী: সদাশিবকুমারদ্বিবেদী, ১৯৯০.

শ্রীমদ্গোস্বামী তুলসীদাস. *শ্রীরামচরিতমানস.* গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস, তারিখ নেই.

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. *মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত শ্রীমদ্বাল্মীকিয় রামায়ণ (২য় খন্ড).* গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস, ২০২৩.

তথ্যসূচীঃ

[i] মনুস্মৃতি, ৩/৫৬, পৃঃ ৭৫

[ii] উত্তরসীতাচরিত, ২.৫৮, পৃঃ ৪৩

[iii] The Encyclopaedia of Indian Literature,56-58

[iv] Womanhood in Ramayana, Gauri Mahulika, https://shorturl.at/rlB9p, Valmiki Ramayana Voices and Visions, Singh, Advesh Kumar, 445-461

[v] রামচরিতমানস, সুন্দর কান্ড, শ্লোক ৪, পৃ৭২৩

[vi] Reclaiming the Sita Myth: Amish Tripathi's Radical Rewriting of the Ramayana, 142-156

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431